দৈনিক বাংলা

0- 017

তারিখ ... ... 13-5-86 ...
পৃষ্ঠা ... ... 1 ... কলাম ... 1 ... ...

কামরুন নাহার লাইলীর ইন্তেকাল

(স্টাফ রিপোর্টার)

এদেশের প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিশিষ্ট নেত্রী ও সুপ্রীম কোর্ট বার-এর বিশিষ্ট সদস্যা মিসেস কামরুন নাহার লাইলী গতকাল শনিবার সকাল পৌনে এগারোটায় পিজি হাসপাতালে ইন্তেকাল করেছেন, (ইন্নালিল্লাহে ... রাজেউন)।

কিডনী, গলব্লাডার ও স্টমাকের জটিল রোগে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে গত ৪ঠা মে প্রথমে তাঁকে ধানমন্ডি পলি ক্লিনিক, পরে সোহরাওয়ার্দী হাসপাতাল এবং শেষে পিজি হাসপাতালে নেয়া হয়। অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটায় তাঁর জন্য একটি মেডিক্যাল বোর্ড গঠন

(শেষ পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

বিএফইউজে'র শোক

বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের (বিএফইউজে) সভাপতি জনাব আহমেদ হুমায়ূন ও সাধারণ সম্পাদক জনাব রিয়াজউদ্দীন আহমদ শনিবার বিশিষ্ট আইনজীবী ও নোটারী পাবলিক মিসেস কামরুন্নাহার লাইলীর অকাল মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেন।

বাসস পরিবেশিত এ খবরে বলা

(শেষ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

শনিবার বিশিষ্ট আইনজীবী কামরুন্... দৈনিক বাংলা ... জানাজা বায়তুল মোকাররমে অনুষ্ঠিত হয় —দৈনিক বাংলা

কামরুন নাহার লাইলী

(১ম পৃঃ পর)

করা হয়। গত শুক্রবার তাঁর অবস্থার মারাত্মক অবনতি ঘটে। চিকিৎসকদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে গতকাল সকালে তিনি ইন্তেকাল করেন।

মিসেস লাইলীর মৃত্যু সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বার সমিতির নেতৃবৃন্দ, সাংবাদিক ও তাঁর রাজনৈতিক সহকর্মিগণ হাসপাতালে ছুটে যান। হাসপাতাল থেকে তাঁর লাশ মোহাম্মদপুরে তাঁর বোনের বাসায় নেয়া হয়।

বিকালে আসর নামাজের পর মরহুমার নামাজে জানাজা বায়তুল মোকাররম মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। জানাজায় অন্যান্যের মধ্যে সুপ্রীম কোর্ট বার-এর সহকর্মীরা ছাড়াও বিশিষ্ট রাজনৈতিক ও সাংবাদিক নেতৃবৃন্দ অংশ নেন।

জানাজার পর মরহুমার লাশ স্টীমারযোগে পিরোজপুরে তাঁর নিজের বাড়িতে পাঠানো হয়। সেখানে আজ রোববার তাঁকে দাফন করা হবে।

এদেশের 'নারীমুক্তি আন্দোলনের এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব মিসেস কামরুন নাহার লাইলীর বয়স হয়েছিল ৪৮ বছর। পঞ্চাশের দশকে ছাত্র আন্দোলনে সাড়া জাগানো নেত্রী মিসেস লাইলী কিছুদিন সক্রিয় সাংবাদিকতাও করেন। তিনি ১৯৫৭ সালে 'অবরুদ্ধা' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন এবং এর সম্পাদিকার দায়িত্ব পালন করেন। পরে তিনি দৈনিক ইত্তেফাকে যোগ দেন ও মহিলা বিভাগ সম্পাদনা করেন। এ সময় তিনি তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান সাংবাদিক ইউনিয়নের একমাত্র মহিলা সদস্য ছিলেন।

ছাত্রী জীবনেই তাঁর রাজনীতির হাতেখড়ি। তিনি তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন ও পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগের অন্যতম সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পরে তিনি ভাসানী ন্যাপে যোগ দেন। ষাটের দশকের শেষ দিকে তিনি পূর্ব পাকিস্তান মহিলা সংসদ গড়ে তোলেন এবং এর সাধারণ সম্পাদিকা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সমিতির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং মৃত্যু পর্যন্ত সমিতির একটি অংশের সভানেত্রী ছিলেন। সমিতির শুভেচ্ছা দলের সদস্যা হিসেবে তিনি চীন সফর করেন।

১৯৬৩ সালে মিসেস লাইলী আইন ব্যবসায়ে যোগ দেন। পরে তিনি নোটারী পাবলিক নিযুক্ত হন এবং আমৃত্যু এ দায়িত্ব পালন ... তিনি বাংলাদেশ মহিলা ... সমিতির সহ-সভানেত্রী ... ছিলেন। ... পরে আনোয়ার জাহিদের সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হন। এ বিয়ের অনুষ্ঠান হয় ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের গেটে। মৃত্যুকালে তিনি বৃদ্ধ বাবা পিরোজপুরের এডভোকেট জনাব মকবুল হোসেন, স্বামী, এক মেয়ে ও এক ছেলে রেখে গেছেন।

বিভিন্ন মহলের শোক

মিসেস কামরুন নাহার লাইলীর আকস্মিক মৃত্যুতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সংগঠনের পক্ষ থেকে গভীর শোক প্রকাশ করা হয়েছে। তারা মরহুমাকে এদেশের প্রগতিশীল আন্দোলনের অন্যতম অগ্রনায়িকা হিসেবে অভিহিত করে বলেছেন, তাঁর মৃত্যুতে বামপন্থী মহল একজন একনিষ্ঠ সমর্থককে হারালো।

যাঁরা শোক প্রকাশ করেছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন, ইউনাইটেড পিপলস পার্টির কাজী জাফর আহমদ ও মোস্তফা হায়দার, বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টির জনাব রাশেদ খান মেনন, বাংলাদেশের সাম্যবাদী দল (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী) গণতান্ত্রিক পার্টির জনাব সিরাজুল হোসেন খান, ন্যাপ (ভাসানীর) জনাব আলী আশরাফ, বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সমিতির মীর্জা গোলাম হাফিজ ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ, বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সমিতির (লাইলী) সদস্যাবৃন্দ, বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের জনাব আমির খসরু, বাংলাদেশ রিকশা ড্রাইভার্স ফেডারেশনের জনাব সুলতান আহমদ, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ (আজিজ-আব্বাসী), বাংলাদেশ নারীমুক্তি সংসদ, ক্রিসেন্ট সোসাইটি প্রভৃতি।

কুলখানি

আগামী ১৫ই মে মঙ্গলবার বাদ আসর মরহুমার কুলখানি তার ১০০, ফকিরাপুলের বাসায় অনুষ্ঠিত হবে।

বিএফইউজে'র শোক

(প্রথম পৃঃ পর)

হয়, বিএফইউজে নেতৃবৃন্দ আমাদের দেশে নারীমুক্তি সংগ্রামে মিসেস কামরুন্নাহার লাইলীর অগ্রণী ভূমিকা ও প্রগতিশীল রাজনীতিতে তাঁর বিশিষ্ট অবদানের কথা স্মরণ করেন। তাঁরা বলেন, সাংবাদিকতা পেশায় তাঁর অবদানও উল্লেখযোগ্য। তিনি সাপ্তাহিক অবরুদ্ধ সম্পাদনা করেন এবং দীর্ঘকাল দৈনিক ইত্তেফাকের মহিলা পাতার সম্পাদক ছিলেন।

বিএফইউজে মরহুমার শোক-সন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানান এবং তাঁর রূহের মাগফেরাত কামনা করেন।